শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গায়ত্রী

গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা-কা।

বেদমাতা, দ্বিজবর্গের উপাস্য বৈদিক মন্ত্র বিশেষ।

যাঁহারা এই মন্ত্রটী গান বা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে ত্রাণ করেন বলিয়া এই মন্ত্রটীর নাম গায়ত্রী হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা ঃ—'গয়' শব্দের অর্থ প্রাণ; যিনি প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথানিয়মে বেদ-পারদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় এবং তখন হইতে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় পবিত্রভাবে গায়ত্রী জপরূপ উপাসনা করিতে হয়।

গায়ত্রী, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয় একমাত্র গুরুমুখী বিদ্যার অন্তর্গত। শ্রীগুরুদেব উপাসনাপর স্নিগ্ধশিষ্যের সন্নিধানে গায়ত্রী ও মন্ত্রের নিগূঢ়-রহস্য কীর্ত্তনমুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, উহা সাধারণের গোচরীভূত করা বেদ-নিষিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থে মন্ত্রাদির অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত হইলেও সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত অদ্যাবধি কোন জীবের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, বা হইতেছে না, বা হইবে না।

"গায়ত্রী" বলিলে লৌকিক ছন্দোবিশেষ বুঝাইলেও "রূঢ়িযোগমপহরতি"—এই ন্যায়ানুসারে রূঢ়িবৃত্তি দ্বারাই

দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। গায়ত্রীর সবিস্তার অর্থ পুরুষসূক্তে এবং পুরুষসূক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদ সমূহ শব্দাত্মক, সেই সকল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবান্‌কেই উদ্দেশ করে। অতএব বিদ্বদ্‌রুঢ়িবৃত্তিতে গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা ও ঋষি একমাত্র ভগবান্। ছন্দও ভগবদাত্মক; এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ ঋষি তন্ত্রসার সংগ্রহে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন—

"বেদমাতা গায়ত্রী 'সব্যাহৃতিকা' ও 'নির্ব্যাহৃতিকা' ভেদে ঋষিগণের দ্বারা পূর্ব্বাপর গীত হইয়া আসিতেছেন। সব্যাহৃতিকগায়ত্রী 'বিশ্বামিত্র গায়ত্রী' নামে কথিতা হন। নির্ব্যাহৃতিক-গায়ত্রীর নামান্তর প্রজাপতি বা ব্রহ্ম-গায়ত্রী। উপ-নয়ন সংস্কার ও সূত্রধারণকালে নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী গীত হন। অতএব উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। তদ্বিষয়ে আচারবান্ ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তন্ত্রসার-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

বিশ্বামিত্রস্তু সন্ধ্যার্থে তদন্যত্র প্রজাপতিঃ।
মুনির্দ্দেবস্তু সবিতৃনামা স্রষ্টৃত্বতো হরিঃ॥

সৃষ্টির আদিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন। বেদে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররূপে দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন; যেহেতু কর্ম্মভাগে মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বেদ অধ্যয়নের উপক্রমে একমাত্র প্রণবই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য্যে হোমে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এইরূপ ব্যাহৃতি মন্ত্রমাত্র পঠিত হয়। আবার প্রেতোদ্ধার হোমে নির্ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী মাত্র পঠিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা—বিশ্বামিত্র। ইনি ব্রহ্মার ন্যায় প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দৃষ্টি করিবার পরিবর্ত্তে সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রীর দর্শন লাভ করেন। অতএব বেদে সপ্রণব ব্যাহৃতিক গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী ও নির্ব্যাহৃতিক গায়ত্রী—উভয়ই বেদ প্রসিদ্ধ। অষ্টকাণ্ডাত্মক ঋগ্‌বেদ, সপ্তকাণ্ডাত্মক যজুর্বেদ ও ষট্‌কাণ্ডাত্মক সামবেদে উপক্রমে ও উপসংহারে গায়ত্রী গীত না হইয়া কেবলমাত্র মধ্যে গীত হইয়াছেন। অতএব জপ-কর্ত্তা স্বেচ্ছানুসারে উভয় প্রকার গায়ত্রীই জপ করিতে পারেন।

যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্হিত হইলে ঋষিগণ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে পারেন; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে।

'মন্ত্র' বলিলে ওঁকারাদি-সমাযুক্ত ও রহিত উভয়ই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু উচ্চারণকালে আদ্যন্তে ওঁকার সমাযুক্ত মন্ত্র-জপই কর্ত্তব্য, নতুবা মন্ত্র জপ ফলজনকই হয় না। আর অন্তে ওঁঙ্কারোচ্চারণ রহিত বেদ-কীর্ত্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়।

ওঁ—প্রণব, ভূঃ-ভূব-স্ব—ব্যাহৃতি। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং-ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥—গায়ত্রী। ইহার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদস্য' প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ—

জন্মাদস্য যতঃ=সবিতুঃ (জন্ম-স্থিতি ও প্রলয়)। পরং=বরেণ্যং।

সত্যং=ভর্গঃ (ব্রহ্ম)। তৎ=সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম।

স্বরাট=দেবস্য। তেনেব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে=ধিয়ো-যোনঃ প্রচোদয়াৎ। ধীমহি=উভয়স্থানেই এক প্রকার॥

(ওঁ)=প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্মস্থিতি প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু এই কথা অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে। ওঁ॥ ভুর্ভুবঃ ও স্বর্, এই আধারকে ব্যাহৃতি বলে। আধেয় প্রকৃতি পুরুষ ও কাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র মূর্ত্তিতে পরিচিত। যে পরমেশ্বরে ভূসর্গ, ভূবঃসর্গ ও স্বঃসর্গ মৃষা অর্থাৎ বিনশ্বর। নিত্যকাল অবস্থিত না থাকিয়া পরিবর্ত্তনশীল। সবিতৃ-প্রকাশক পরম তেজোময় বলিতে 'স্বরাট' শব্দের প্রয়োগ। অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। সর্ব্বতেজঃ হইতে বরেণ্য পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কামী, দেবতা ও মুক্তিভাজন জনগণের সর্ব্বদা বরণীয়। তিনি বরণীয় বলিয়া জাগ্রৎস্বপ্নাদিবিহীন নিত্য শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেণ্য দেব তুরীয় বস্তু। সেই পরমেশ্বর বস্তুকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টব্য। বরেণ্যের পরিবর্ত্তে 'পরং' শব্দ। ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট ; তাঁহাতে কর্ম্মমার্গীয় পাপসমূহ নাই। তিনি অনাদি-কর্ম্মবিদ্ধ জীব নহেন অথবা কর্ম্মপরবশ দেবতাও নহেন, তিনি আদ্যানন্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু। সেই ভর্গ শব্দ ব্রহ্মপর এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছব্দে অভিন্ন বর্ণিত হওয়ায় ভর্গদেবশব্দ ভগবৎপ্রতিপাদক। তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়, জগতের জন্ম স্থিতি ভগ্নের কারণ। তিনিই বিষ্ণু।

"আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি-প্রেরণার প্রার্থনা" হৃদয়দ্বারা তত্ত্ববস্তুর ধারণা 'তেনে ব্রহ্মহৃদা' এই বাক্যে সুচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর পরম সত্যপদই সেবারত মনোদ্বারা ধ্যেয়।

তাঁহার কৃপায় সেই পরমসত্য বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাই হইল। জন্মাদস্য শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থই প্রকটিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

মন্ত্রার্থদীপিকা

কামবীজের অর্থ

রাসোল্লাস-তন্ত্রে যথা—শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে এবং শ্রীরাধা রতিবীজরূপে প্রকটিত আছেন। এজন্য "ক্লী" এই কামবীজ এবং 'শ্রীং' এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কামবীজের অর্থঃ—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অভিলাষের বীজই কামবীজ। অথবা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাম (অভিলাষ) উদ্দীপন করিবার বীজের নাম—কামবীজ। অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-নিমিত্তক নিখিল কাম অভিলাষ পরিপূর্ণ বীজই কামবীজ।

কামবীজের লক্ষণ ঃ—যথা, গৌতমীয়তন্ত্রে—যে-সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোন ফল লাভ হয় না। যত প্রকার বীজ আছে, পঞ্চালঙ্কার (ক-কার, ল-কারাদি)-সংযুক্ত এই কামবীজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক-কার, ল-কার, ঈ-কার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত বীজই কামবীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।। 'ক্লীঁ", এই একাক্ষর বীজকে কামবীজ বলে। ইহার অর্থ গৌতমীয়-তন্ত্রে,—উপনিষদ্ বলেন—শ্রীভগবান্ 'ক্লীঁ" এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। কামবীজের অন্তর্গত

ল-কার হইতে পৃথিবী, ক-কার হইতে জল, ঈ-কার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য মন্ত্রই ভূত-সমূহের আত্মা অর্থাৎ উৎপত্তির মূল কারণ।

এই কামবীজের অন্তর্গত ক-কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ঈ-কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনাধীশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা। ল-কার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। নাদবিন্দু—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বনোত্থ আনন্দ-মধুরিমা বলিয়া কথিত॥

কামবীজের বিগ্রহস্বরূপতা—যথা, সনৎকুমার-সংহিতায়—কামবীজের অবয়ব কেবল অক্ষরাত্মক নহে, বস্তুতঃ বিগ্রহাত্মক। যেহেতু কামবীজের অন্তর্গত বর্ণসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে অভিন্ন। হে সুব্রত নারদ! ক-কারের দ্বারা শির, ললাট, ভ্রূ, নাসা, নেত্র ও কর্ণযুগল। ল-কারের দ্বারা গণ্ডস্থল, হনু (গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগ), চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ। ঈ-কারে—স্কন্ধ, বাহু, কফোণি, হস্তের অঙ্গুলি ও নখসমূহ। অর্দ্ধচন্দ্রে—বক্ষঃস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। বিন্দুতে—উরু, জানু, জঙ্ঘা, গুল্‌ফ, পদ, পার্ষ্ণি (গুল্‌ফের নিম্ন), পদের অঙ্গুলি ও নখচন্দ্র-সকল বুঝিতে হইবে। ইহা কামবীজরূপী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ॥

কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ-পুষ্পবাণ-সদৃশ। ক-কার—আম্রমুকুল, ল-কার—অশোকপুষ্প, ঈ-কার—মল্লিকা, অর্দ্ধচন্দ্র—মাধবী এবং বিন্দু—বকুলপুষ্প; ইহাই পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ।

কামগায়ত্রীর অর্থ

কামগায়ত্রী-মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া সাধক ব্রজমণ্ডলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কামবীজের সহিত মিলিত যে গায়ত্রী তাহার নাম কামগায়ত্রী অথবা কামবীজের যে গায়ত্রী, তাহাই কামগায়ত্রী বলিয়া অভিহিত। শান্তাদি দ্বাদশরসের রাজা শৃঙ্গারাখ্য রস যাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ যিনি শৃঙ্গাররসরাজ, সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা। তাঁহার নিত্যধাম একমাত্র বৃন্দাবন।

কামগায়ত্রীর লক্ষণ

যথা, সনৎকুমার কল্পে—প্রথমে কামবীজ উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'কামদেব' বলিবে। তৎপরে 'আয়' ও তদন্তর 'বিদ্মহে' পদ বলিয়া 'পুষ্পবাণায়' পদ বলিতে হইবে। পরে 'ধীমহি' পদ বলিয়া 'তন্নোঽহনঙ্গ প্রচোদয়াৎ' উচ্চারণ করিবে।

অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ বেণুমাধুর্য্য দ্বারা শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীগণের মন হরণ করেন বলিয়া 'ক্লীঁ' এই কামবীজরূপে বিরাজমান আছেন। লীলা-মাধুর্য্য দ্বারা শ্রীরাধিকাদির বিবেক হরণ করেন বলিয়া 'কামদেবায়' পদরূপে প্রকটিত আছেন। লাবণ্য-গুণ-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদির চিত্তরূপ মৃগকে বিদ্ধ করেন এজন্য 'পুষ্পবাণায়' পদরূপে বিদ্যমান আছেন এবং অপাঙ্গ-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদির সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়া 'অনঙ্গ' এই পদরূপে বিরাজমান।

কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা মধ্যে একমাত্র কামানুগামার্গেই এই কামগায়ত্রী-মহামন্ত্রদ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে। কামগায়ত্রীর পদসমূহের অর্থ—"যিনি কাম অর্থাৎ নিজ বিষয়ক নিখিল অভিলাষ ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করেন, অথবা কাম অর্থাৎ নিজ অভিলাষ-হেতু ক্রীড়া করেন অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য চিন্তা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দ-হেতু লীলা বিস্তার করেন, তিনি কামদেব। তাঁহাকে বিদ্মহে—জানিতেছি। কামদেব কি প্রকার? তাহাই পরবর্ত্তী 'পুষ্পবাণায়' পদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। যথা—কামবীজের অন্তর্গত ক-কারাদি পাঁচ অক্ষর আম্র মুকুলাদি পঞ্চবিধ পুষ্পসদৃশ। সেই পাঁচ প্রকার পুষ্প যাহা শাঙ্গ নামক ধনুকের পাঁচটীগুণের মধ্যে পঞ্চবাণরূপে সজ্জিত আছে, তিনিই পুষ্পবাণ। তাঁহাকে 'ধীমহি'—ধ্যান করিতেছি। এই প্রকার পুষ্পবাণ-বিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়া তিনি 'অনঙ্গ'—নবীনমদন। তিনি স্বর্গবাসী কামদেব নহেন, সে কামদেব প্রাকৃত। তিনি প্রদ্যুম্নও নহেন। তিনি দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণও নহেন। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা নহেন। যিনি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা। অপ্রাকৃত নবীনমদন বলিতে—ইঁহাকেই বুঝিতে হইবে। যিনি কামবীজ ও কাম-গায়ত্রীর উপাস্যদেবতা, একমাত্র সেই ব্রজনব যুবরাজই আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, যেহেতু তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপমাধুর্য্য আর কোথায়ও নাই। তিনি শ্যাম, রসময়মূর্ত্তি; তিনি শৃঙ্গাররসরাজবিগ্রহ। এরূপ কন্দর্প 'নঃ প্রচোদয়াৎ'—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন অর্থাৎ আমাদিগকে নিজ দাস্যে নিয়োজিত করুন॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত এই কামবীজ কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র।

এই চন্দ্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে উদিত হইয়া ত্রিজগৎ কামময় করিয়া থাকেন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাসনা জাগাইয়া দেন। ক-কার হইতে ত-কার পর্য্যন্ত এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ, গণ্ডস্থল ও ললাটাদি কর-চরণ পর্য্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দক্ষিণাঙ্গ, তৎপর বামাঙ্গ, এইরূপ পর্য্যায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ লিখিয়াছেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কামগায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যা পঞ্চবিংশতি না বলিয়া কোন্ প্রমাণে, কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর বলিলেন? কোন শাস্ত্রেই ত' অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ নাই। কিন্তু 'ৎ' মাত্রাহীন অক্ষরের ন্যায় আরও মাত্রাহীন অক্ষর আছে, অতএব 'ৎ' অর্দ্ধাক্ষর হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে চন্দ্ররূপে বর্ণনে শেষ পদ-নখকেই অর্দ্ধচন্দ্র না বলিয়া ললাটকে অর্দ্ধচন্দ্র বলিয়াছেন কেন? ইহার মীমাংসা না হইলে "মন্ত্রার্থ জ্ঞানাভাবে মন্ত্রোপাস্য দেবতার সাক্ষাৎকার কখনও ঘটিতে পারে না" অতএব মৃত্যুই স্থির করিয়া শয়ন করিলে তন্দ্রাতে দেখিলাম—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আমার নর্ম্মসহচরী। আমার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ের ভাব সকলই অবগত আছে। 'বর্ণাগমভাস্বৎ' নমকগ্রন্থে—"যে য-কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই য-কারই অর্দ্ধাক্ষর।" এই লক্ষণানুসারে 'কামদেবায়' পদের 'য'-কারের পর বিদ্মহে পদের 'বি' অক্ষর থাকায় এই কামদেবায় পদের য-কারই অর্দ্ধাক্ষর, ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ভিন্ন সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং প্রত্যেকেই পূর্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখই—একচন্দ্র, দুই গণ্ড—দুই চন্দ্র, ললাট—অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থিত তিলক—এক-চন্দ্র, দুই হস্তের দশ নখ—দশচন্দ্র এবং চরণযুগলের দশনখ—

দশচন্দ্র। এক এক অক্ষর ইহার এক এক চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত অঙ্গ সকলের ক্রমশঃ দক্ষিণ ও বাম পর্য্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাই কামগায়ত্রীর অর্থ।

অন্য অর্থ—কামেন স্বাভিলাষেণ স্ববিষয়ক-প্রীতি-দার্ঢ্যেন দীব্যতি ক্রীড়তি। সেই কামদেবায় বিদ্মহে লাভে বা জ্ঞানে ধীমহি—ধ্যান করি। পুষ্পবাণ—কমল তাহার বাণ। তন্নোঽনঙ্গঃ কন্দর্পঃ নো আমাকে প্রচোদয়াৎ প্রকৃষ্টরূপে উদয় করুন। চকারঃ সমুচ্চয়ে। 'ক্লীঁ' পদে মূর্ত্তিমান্ পুরুষ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রার্থ

ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

'পাপাকর্ষণঃ কৃষ্ণঃ' ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। যিনি পাপসকল কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। এই পাপশব্দে অসুর-ভাবোচিত যাবতীয় অপরাধও বুঝায়। যেহেতু 'কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্'—সর্ব্বপ্রকার অপরাধ কর্ষণ করেন, ইহাই কৃষ্ণ-শব্দের নিরুক্তিবিশেষ। তিনি অসুরদিগের পর্য্যন্ত অপরাধ বিনষ্ট করেন, যিনি বেণুরূপ লীলাদি দ্বারা পুরুষ—যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্ম পর্য্যন্ত সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই পরম-আরাধ্য। ইহাই প্রথম পদের অর্থ॥ ১॥

"গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো-বিদিতা (বেদিতা) গোবিন্দঃ" ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। বিদিতঃ—প্রসিদ্ধঃ। বিদিতা, বেদিতা—লাভকর্ত্তা। যিনি গো, ভূমি ও বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ আছেন এবং যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহকে প্রাপ্ত আছেন, তিনি—গোবিন্দ। গো-অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গোসকলই কথিত হইতেছেন। বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু 'স্বরূপ'।

তদুপরি অধিকতররূপে বিরাজমান ঐশ্বর্য্য। তদুপরি মাধুর্য্য। যিনি অসমোর্দ্ধ স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও গোসমূহ-পরিবৃত শ্রীমন্নন্দগোকুল মধ্যে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, যিনি ব্রজে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়াই নিখিল-ভূবন-ভিতরে ও বেদসমূহ-মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইতেছেন, যিনি গোকুলমধ্যে স্বীয় দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর-স্বরূপের দ্বারা স্বৈরক্রীড়াশীলতাকে প্রাপ্ত আছেন, যিনি নিখিল-ভূবন-ভিতরে ও বেদসমূহ-মধ্যে নামগুণাদিময় যশঃ-দ্বারা গোকুলস্থ স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া উচৈচঃস্বরে ঘোষনা প্রাপ্ত আছেন, সেই গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই 'গোবিন্দ' পদের বাচ্য। ইহাই দ্বিতীয় পদের অর্থ। ॥ ২ ॥

"গোপীজনাবিদ্যাকলা" ইতি–গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। গোপীজন—গোপীসমূহ। আবিদ্যা–সম্যগ্‌ বিদ্যা, প্রেম-ভক্তিবিশেষরূপা। একমাত্র প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা। এজন্য প্রেমভক্তিকেই বিদ্যা বলা হয়। তন্মধ্যে যে প্রেমভক্তিবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করেন, সেই মধুরজাতীয় প্রেমভক্তিই সম্যগ্‌ বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষণী শক্তি বলিয়া অভিহিতা। কলা—মূর্ত্তি। যাঁহারা প্রেমভক্তিবিশেষরূপা সম্যক্ বিদ্যার মূর্ত্তি, তাঁহারাই গোপীজন অর্থাৎ গোপীসমূহ। "গোপায়তীতি গোপী"। গুপ্‌ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা। যে শক্তিবিশেষ প্রেমদিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নামই গোপী। "গোপী তু প্রকৃতি রাধাজনস্তদংশমণ্ডলঃ।" "গোপী-শব্দে হ্লাদিনী-শক্তি-অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা প্রকৃতিকূলললামভূতা শ্রীমতী রাধিকা।" 'জন' বলিতে শ্রীরাধার অংশমণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহরূপা গোপীমণ্ডল। শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহ-

রূপা শ্রীললিতা-বিশাখাদি গোপীমণ্ডলীই 'গোপীজন' পদের বাচ্য। ইহাই তৃতীয় পদের অর্থ॥ ৩॥

"প্রেরকঃ (বল্লভঃ)" ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। প্রেরক—প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। স্বীয় মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহ-মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোপীসকলের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা অর্থাৎ রমণই বল্লভ-পদের বাচ্য। "বল্লভো নায়কঃ কৃষ্ণঃ।" এই গোপী-রূপা প্রেয়সী-গণের-প্রাণবল্লভ বা নায়করূপেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা মদনমোহনত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার শোভাতিশয়-সম্পন্ন হইয়াও রাসমণ্ডলে গোপীগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াই সর্ব্বাতিশায়ি-শোভাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন। এই গোপীজন-বল্লভরূপেই যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণকলা বিকশিত, ইহা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণ-পদের গোবিন্দ এই বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় গোপীজনবল্লভ এই বিশেষণ পদ বিরাজমান আছেন। এজন্য প্রেমরস-পিপাসু ভক্তরসিকের মানসভৃঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দরূপে প্রাপ্ত হইয়াও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়ায় পরমমোহনীয় গোপীজন-বল্লভরূপে পাইবার জন্য আকুল। ইহাই চতুর্থ পদের অর্থ॥ ৪॥

'তন্মায়া চেতি' ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। স্বাহা-পদের দ্বারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি যোগমায়া কথিত হন। এই যোগমায়াই ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পণ করিয়া দেন। এজন্য কার্য্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতে অন্যত্র বর্ণিত আছে—"স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি"—যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তাঁহার নাম স্বাহা। 'আমি সেই গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্দাস্যে নিযুক্ত হইতেছি'—এইরূপ ভাবনা-সহকারে 'স্বাহা'-পদ স্মরণ করিতে হইবে। ইহাই পঞ্চম পদের অর্থ॥ ৫॥

মন্ত্রের তথ্য, মাহাত্ম্য ও বিধান

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।' যাহা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক প্রাকৃত চিন্তাস্রোতরূপ মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রজপের ফলে জীব জড়ীয় অহঙ্কার, প্রাকৃত অভিমান, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তাভিমান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। "কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩।)

কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণাভিন্ন পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু। মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরু পরস্পর অভিন্ন একই বস্তু। দুঃখময় সংসার-মোচন-শক্তি মন্ত্রের আছে। এই কৃষ্ণমন্ত্র জীবের মহা সৌভাগ্য-ক্রমে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর কৃপায় লাভ হয়। এজন্য শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে ওঁ বিষ্ণুপাদ, ভগবৎপাদ ও প্রভুপাদ বলিয়া উক্তি করা হয়। 'পাদ-' শব্দ গৌররার্থে ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রগুরু, মন্ত্র, শিক্ষাগুরু ও কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া ভেদবুদ্ধি করিলে মঙ্গললাভ হইতেই পারে না। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৩০)

'মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু—যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি।' মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরু—এ তিনটী বাস্তববস্তু পরস্পর অভিন্ন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। (ভক্তি-সন্দর্ভের ২৩৭ বর্ণিত।)

মন্ত্র-দেবতা, মন্ত্র ও গুরুতে অচলা ভক্তি থাকিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হয়। ইহা "শিষ্য—গুরু, কৃষ্ণ ও মন্ত্র—এ তিনটী অভেদ জানিয়া মন্ত্রজপ করিবার বিধান—হরিভক্তিবিলাসের বিধান।

সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হয়—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যসেবক। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য—এই দিব্যজ্ঞান যাহা জগতের মায়িক কোথা হইতেই পাওয়া যায় না, কেবল সদ্গুরুর কৃপায় লভ্য হয়, তাহাই দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে ভগবজ্‌জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকে দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিত্য প্রণম্য।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(বিষ্ণুযামল।)

যাহা হইতে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হইয়া দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়, তাহাকেই দীক্ষা বলে। দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্-বুদ্ধি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান বুঝায়। (ভঃ সঃ ২৮৩)

মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক। নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি ও 'নমঃ' শব্দ যোগে ও তাহাতে 'প্রণব' বা 'বীজ'-পুটিত হইলে মন্ত্র হয়। নমঃ-শব্দের অর্থ পদ্মপুরাণে বর্ণিত—'নমঃ'-শব্দের 'ম'-কার অহঙ্কার বাচক এবং 'ন'-কার তাহার নিষেধক; সুতরাং 'নমঃ'-শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন বলিয়া নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাহার কোন বস্তুই অলভ্য নহে। অতএব ভগবানের প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে তাঁহার সেবা করিবেন। কৃষ্ণসুখানুসন্ধান স্পৃহাই ভক্তি। নিজ সুখের অনুসন্ধান স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিজেকে গুরু-কৃষ্ণের দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করিতে

হইবে। প্রথমেই শ্রীগুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তবে ভক্তির সাধন করিতে হইবে। স্বতন্ত্র্য জীব গুরু-কৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা—জড়-অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই। এজন্য সংসার হইতে মুক্তি হয় না। "বদ্ধজীবের জড়-অহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। মন্ত্রসিদ্ধিবলে জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হয়।" (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।)

স্কন্ধপুরাণে বর্ণিত আছে—যাঁহারা হরি-দীক্ষা লাভ করেন, তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই বাস্তবিক সৎকর্ম্মনিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। কারণ কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সর্ব্ব দুঃখ বিনাশ করে—মুক্তি দান করে। এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতে—"ভগবন্মন্ত্রজপমাত্রেণৈব মুক্তিঃ সুষ্ঠু সিদ্ধতি।" সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। কিন্তু যথাবিধি মন্ত্র জপ না করিলে মন্ত্রবিষয়ে জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। মন্ত্রজপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ কামক্রোধাদি মল দূর হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই মুক্ত বা শুদ্ধভক্ত।"

সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ। বিষ্ণুমন্ত্র অপেক্ষা রামমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীনৃসিংহ-রামাদি অবতারগণের মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমশক্তিশালিত্ব। আবার দ্বারকানাথাদি কৃষ্ণের মন্ত্র অপেক্ষা গোপলীলাকারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র আরও শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশাক্ষর, দশাক্ষর ও অষ্টাক্ষরাদি কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইহা হরিভক্তিবিলাস, অগস্ত্যসংহিতাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই গৌড়ীয়গণের নিত্য উপাস্য। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইঁহার দেবতা।

'ত্রৈলোক্য সম্মোহন'-তন্ত্রে কথিত আছে—"অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। এই মন্ত্রজপ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে, মানব সবর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে,। ইঁহার প্রভাবে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, সকলকে মোহিত করিতে পারে, রিপুকুল সংহারে সক্ষম হয়, মুক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। মণির মধ্যে -যেমন চিন্তামণি, গো-গণ-মধ্যে যেরূপ কামধেনু, নারীগণ মধ্যে যেমন সতী, বর্ণমধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীগণ মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সেইরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই মন্ত্ররাজ অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইঁহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই।"

গৌতমীয় তন্ত্রে—"অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। এই মন্ত্র চিন্তামণির ন্যায় সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহা সকৃত উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ও গঙ্গাদি নিখিল তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়। ইহা সত্য, যে—এই মন্ত্র-প্রভাবে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। যথা, ব্রহ্মাবাক্য—"আমি প্রণত হইলে গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন।" (গোপালপূবর্ব তাপনিশ্রুতি)।

যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ চৈঃ চঃ আদি ৫।২২১

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী। ইহা সর্ব্বার্থসাধক ও বাঞ্ছিত ফলপ্রদ এবং মোক্ষের একমাত্র সাধন। এই মন্ত্র জপমাত্র সকলপ্রকার ঈপ্সিতবস্তু লাভ করা যায়। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থী, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রাদির সকলেরই অধিকার আছে।

"অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রে কোন দোষ নাই, কোন বিচার নাই। এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানতা দূর করে। ইহা স্বর্গ-মোক্ষ-ফলপ্রদ, সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বকামপ্রদ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। কৃষ্ণমন্ত্র বলশালী বলিয়া এই মন্ত্রে সংস্কারাদি করার দরকার হয় না। যিনি প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে এই মন্ত্রজপ করেন, মন্ত্র-দেবতা শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে বিপুল ভোগ ও বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ মনে করেন যে,—"এই ব্যক্তি আমার মন্ত্র জপ-পরায়ণ, অতএব আমার প্রিয়।" বৃহদ্ভাগবতামৃতে—"মন্ত্র জগদীশ্বরসাধক ও তৎ-প্রসাদপ্রাপক বলিয়া আদরেব সহিত মন্ত্রজপ করিতে হইবে। মন্ত্রজপকে ভগবৎসেবা বলিয়া জানিবে। প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ। গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধন-সমূহও নিষ্ফল হয়। এইজন্য আদৌ শ্রদ্ধার কথা। কখনও জপ ত্যাগ করিবে না। যাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, সেই মুক্তপুরুষগণও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অথবা একবার মন্ত্রজপ অবশ্যই করিবেন। মুক্তেরই যখন মন্ত্রজপ প্রত্যহ করণীয়, তখন দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকমাত্রেরই যে আদরের সহিত ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা যথা বিধি

জপ না করিলে মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরুর চরণে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের গৌরব রক্ষার্থ মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা প্রীতির সহিত অবশ্য জপ করিতে হইবে। তল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

মন্ত্রজপের নিয়ম

যথা, হরিভক্তিবিলাসে—"অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত মন্ত্র জপ করিলে তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলিত্রয়ের তিন তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার এক পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে জপ করা উচিত। জপকালে মধ্যমার নিম্ন অন্য পর্ব্বদ্বয় বর্জ্জন করিবে। মধ্যমার পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহাকে দূষিত রাখিয়াছেন।" "অনামিকার মধ্য হইতে আরম্ভ করতঃ তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশপর্ব্বে জপ করিবে। অঙ্গুলি পরস্পর পৃথক্ রাখিতে নাই। অঙ্গুলি সমূহ পরস্পর বিযুক্ত হইলে তন্মধ্যগত ছিদ্রদ্বারা জপ স্রাবিত হয়। তজ্জন্য জপের ফল সুষ্ঠু হয় না।"

"অঙ্গুলাগ্রে জপ করিলে, সুমেরু লঙ্ঘন পূর্ব্বক জপ করিলে অথবা সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। একবস্ত্রে মন্ত্রজপ করিতে নাই। জপকালে অন্য চিন্তা করিবে না, সেই সময় মন্ত্রার্থ চিন্তনীয়। মন্ত্র কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অপবিত্র হস্তে, নগ্নাবস্থায়, কথা বলিতে বলিতে জপ করিলে তাহা বিফল হয়। অন্য চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে না।" "কর আবরণ করিয়া জপ করিতে হইবে। মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া জপ করিতে নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অন্যমনা হইয়া, বিনা আসনে, শয়ন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বা অন্ধকারে মন্ত্রজপ করা অনুচিত। প্রকাশ্যভাবে জপ করিলে

তাহা বিফল হয়।” “গুপ্তভাবে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। দ্রুত বা অতিধীরে জপ করিতে নাই। ন্যূন বা অধিক জপও করিতে নাই। প্রত্যহ যথাশক্তি সমসংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে।”

মন্ত্রসিদ্ধি

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্ব্বস্বদিয়া বা প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করিবেন। তবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং ভগবান্‌ও প্রসন্ন হইবেন। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে গুরুই মূল। এজন্য ভক্তিযুক্ত-চিত্তে প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবা দ্বারাই সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।” (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৮, ১৩০)
শ্রীচৈতন্যভাগবতে অঃ ২।৩০৫—

“যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥”

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের কথা গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, সনৎকুমারকল্প, বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্র ও ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং কামগায়ত্রীর কথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীসনৎকুমার-সংহিতায় এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতায় প্রকাশিত আছে। যথা—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৭—

“বৃন্দাবনে ‘অপ্রাকৃত’ নবীনমদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥”
“জপেদ্ যঃ কামগায়ত্রীং কামবীজ সমন্বিতাম্।
তস্য সিদ্ধির্ভবেৎ প্রেম রাধাকৃষ্ণস্থলং ব্রজেৎ।।
এতাং পঞ্চপদীংজপ্ত্বা শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়াঽসকৃৎ।
বৃন্দাবনে তয়োর্দাস্যং গচ্ছেত্যেব ন সংশয়ঃ॥”

(সনৎকুমার-সংহিতা)

"অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥" (ব্রঃ সং ২৭)

অর্থাৎ—"তদনন্তর বেদমাতৃ-গায়ত্রীময়ী পারিপাট্য (সুশৃঙ্খল-সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনিতে স্ফর্ত্তি লাভ করতঃ (কম্পিত বা সঞ্চালিত হইয়া) স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মার অষ্টকর্ণ-কুহরদ্বারে মুখপদ্মে প্রবেশ করিল। পদ্মযোনি সেই গীত-নিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অনুবাদে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময়-শব্দবিশেষ, সুতরাং সমস্ত-বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান। গায়ত্রী—একটি বৈদিক ছন্দঃ; তাহাতে সংক্ষেপে একটি ধ্যান ও প্রার্থনা থাকে। কাম-গায়ত্রী আবার—সমস্ত গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেন-না, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিদ্বিলাসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কাম-গায়ত্রী; তাহা এই—"ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" এই শ্রীগায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টরসাশ্রিত প্রেম-চেষ্টা নাই। সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করতঃ সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। যে-যে জীব এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত জন্ম লাভ হইয়াছে। জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা

অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব লাভ উৎকৃষ্ট ; কেন-না, চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্মলাভ হয়, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎ প্রাপ্তিরূপ জীবের চরম-মহিমা ” ।

শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রথমে ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র লাভ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দীক্ষা বিফল হয় এবং নরক হইয়া থাকে। যথা, জ্ঞানামৃতসার—

শিষ্যস্যোদঙ্‌মুখস্থস্য হরের্নামানি ষোড়শ ।
সংস্রাব্যৈব ততোদদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্‌ ॥

অর্থাৎ “শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে ষোড়শনামাত্মক ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র দান করিয়া তৎপরে ত্রৈলোক্যমঙ্গল কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিবেন।”

শ্রীরাধাতন্ত্রেঃ—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম ।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ ॥
শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন ।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর ॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণাৎ নারকীভবেৎ ॥

ভক্তি সন্দর্ভে ২৩৭-বর্ণিত আছে—সাধক প্রথমে শ্রীগুরু-দেবের পূজা করিয়া অনন্তর ভগবানের পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয়। শ্রীগুরুমন্ত্রের কথা বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সুত-শৌনক-সংবাদে এবং গুরুগায়ত্রীর কথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। শ্রীগৌরমন্ত্রের কথা ঊর্দ্ধাম্নায়-তন্ত্রে দৃষ্ট হয়—

"অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ মহাপুণ্য প্রদংশুভম্ ॥
'ক্লীঁ গৌরায় নমঃ' ইতি সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
মায়ারমানঙ্গবীজৈর্বাগ্‌ বীজেন চ পূজিতঃ।
ষড়ক্ষর কীর্ত্তিতোঽয়ং মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥"
এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অঃ ২।৩১—
"গৌরগোপাল-মন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর।"

ইতি মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি গ্রন্থ সমাপ্ত।